যুগান্তর

তারিখ NOV 04 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 7

# অশান্ত শিক্ষাঙ্গন

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই শুরু হইয়াছে দেশের শীর্ষ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। চারদলীয় জোটের প্রধান দুই শরিক বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির আগামী নির্বাচনী কর্মসূচি লইয়া মাঠে নামিবার পরপরই শুরু হইয়াছে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত। পড়াশোনার স্বাভাবিক পরিবেশ হইতেছে মারাত্মক বিঘ্নিত। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ দাবি করিয়াছেন, ঢাবিকে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করিয়াছে। তাহারা আরও অভিযোগ করেন, ছাত্রদল ও শিবিরের ক্যাডাররা ঢাবিসহ দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজগুলি চরদখলের মতো দখল করিয়াছে। এই অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিগত সরকারের পাঁচ বৎসরের শাসনামলে ক্ষমতাসীনদের ছাত্রফ্রন্টগুলির ক্যাডার রাজনীতির মহড়া দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছে। রাবি ও শাবিতে শিবিরের তাণ্ডব দেশবাসীকে করিয়াছে শঙ্কিত। পড়াশোনার পরিবেশকে করিয়াছে বিঘ্নিত। রাবিতে দুইজন প্রবীণ শিক্ষক শিবির ক্যাডারদের হাতে নিহত হইয়াছেন। শাবিতে শিবির ছাত্রদলকে সঙ্গে লইয়া প্রগতিশীল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর আচরণ ও অশালীন বক্তব্য দিয়াছে। জোট সরকারের আমলে ছাত্রদল ও শিবির দেশের বিদ্যাপীঠগুলিতে পড়াশোনার চাইতে অস্ত্রবাজি, হল দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিতেই ব্যস্ত থাকিয়াছে। ছিনতাই, অপহরণ ও হত্যার ন্যায় ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গেও এই সকল ক্যাডারের সংশ্লিষ্টতা ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নূতন উদ্যমে ছাত্রদল ও শিবির গাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ঢাবির হলে হলে বহিরাগত ও রাজধানীর চিহ্নিত দাগি সন্ত্রাসীরা অবস্থান লইয়াছে। খোদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং পুলিশও নাকি তাহাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় নামিয়াছে। পূর্ববর্তী সরকার ছাত্রদল ও শিবিরের হাতে অবৈধ অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে— ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই অভিযোগও তদন্ত করিয়া দেখা প্রয়োজন। একজন ছাত্রের বৈধ অস্ত্রের লাইসেন্স কেন প্রয়োজন? এই সকল অস্ত্র নষ্ট রাজনীতির নীলনকশার অংশ হিসাবে আগামী নির্বাচনে ব্যবহার হইবার আশঙ্কাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এইদিকে ঢাবির চার হলে পুলিশ ইতিমধ্যে তল্লাশি চালাইয়া পাঁচটি হকিস্টিক উদ্ধার করিয়াছে। যুগান্তরের চট্টগ্রাম প্রতিনিধির এক রিপোর্টে জানা যায়, চবিতে নিজেদের আধিপত্য ধরিয়া রাখিতে ছাত্রশিবির তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকে প্রতিহত করিতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশন এলাকা হইতে নুড়ি পাথর সংগ্রহ করিতেছে। স্মর্তব্য, বিগত জোট সরকারের শাসনামলে চবিতে শিবিরের তাণ্ডবে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ছিল না। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও শিবিরের স্বার্থ পরিপন্থী কোন খবর প্রকাশিত হইলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের উপর হামলা হইয়াছে। শাবিতে তাহারা জনপ্রিয় অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল ও রাবিতে অধ্যাপক হাসান আজিজুল হককে আবারও হুমকি দিয়েছে। দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য, প্রক্টর, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ করায় শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ আরও নাজুক ছিল। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব হইতেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সন্ত্রাস ও ক্যাডার রাজনীতির দূষণ হইতে মুক্ত করিয়া শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনা। বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি খুলিয়া দিয় শিক্ষার স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে অচিরেই তিনি সঠিক পদক্ষেপ লইবেন বলিয়া আমরা প্রত্যাশা করি। শিক্ষাঙ্গনে যেই অস্থিরতা ও অশান্ত পরিবেশ রহিয়াছে আমরা উহার অবসান চাহি। অস্ত্রের ঝনঝনানি চিরতরে বন্ধ হউক। সন্ত্রাসী-ক্যাডার যেই ছাত্র